الهدي النبوي في تربية الأولاد

তারবিয়াতুল আওলাদ

(সন্তান প্রতিপালনে নববি আদর্শ)

মূল

ড. সাইদ ইবনে আলি কাহতানি রহ.

অনুবাদ

মুফতি শরিফুল ইসলাম নাঈম

অনুবাদ নিরীক্ষণ ও তথ্য সম্পাদনা

মিশকাত আহমদ

ভাষা সম্পাদনা

সাজ্জাদ শরিফ

প্রকাশনায়:

কাতেবিন

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা) বাংলাবাজার

০১৬৭৬৫৯৯৩২৪, ০১৯৭৬৫৯৯৩২৪

অর্পণ-

আমার জীবনের অনাগত ফুল,
যার নিষ্পাপ সরলতায় মুছতে চাই শত ভুল।

এবং

আমার জন্মদাতা পিতা,
যিনি আমার 'বাবা হয়ে উঠার' পরম শিক্ষক।

মুফতি সাঈদ আহমাদ খান নদভি দা. বা.-এর
দুআ ও অভিমত

ইসলামে সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মাতৃগর্ভ থেকে বুদ্ধিমান হওয়া পর্যন্ত একটি সন্তান তার পরিবেশ, প্রতিপালন, শিক্ষা ও দীক্ষার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। এসব সুচারু হলে সন্তান পরিণত হয় সোনার মানুষে। ফলে সমাজ ও পৃথিবী হয় আলোকিত। তেমনি সমস্যা-জর্জরিত শিক্ষা ও নষ্ট পরিবেশে বড়ো হলে সে সন্তানই রূপ নেয় অমানুষে। গোটা সমাজ তার ভয়ে থাকে তটস্থ, তার অত্যাচারে হয় অতিষ্ঠ । তাই মাতা-পিতা ও পরিবারের গুরুদায়িত্ব হচ্ছে, সন্তানকে সুশিক্ষা ও মানবিক পরিবেশে গড়ে তোলা।

ইসলাম সুশিক্ষা ও মানবতার জীবনবিধান। যার ছোঁয়াতে মানুষ পরিণত হয় প্রকৃত মানুষে। আর শিশুরা পায় একটি মানবিক পরিবেশ।

কে না চায় নিজ কলিজার টুকরো সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে? বরং প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের আকুতি ও মিনতি এটা। আশাকরি 'তারবিয়াতুল আওলাদ' বইটি পাঠককের হৃদয়ের সে আকুতি ও মিনতি পূরণে সফল হবে।

'সন্তান প্রতিপালন' বিষয়ক বেশকিছু বই বাজারে আছে। তবে বক্ষ্যমাণ বইটি তথ্য, বিন্যাস ও গভীরতায় এক অনন্য স্তরে রয়েছে। বইটির তথ্যগুলো সংগৃহীত হয়েছে কুরআন, সহিহ হাদিস ও সালাফদের বক্তব্য থেকে।

মূল বইয়ের নাম, 'আল হাদয়ুন নাবাবি ফি তারবিয়াতিল আওলাদ'। লেখক হলেন আরবের বিখ্যাত গবেষক ও লেখক শায়েখ ড. সাইদ ইবনে আলি কাহতানি রহ. (মৃত্যু : ২০১৮ খ্রি.)। যিনি মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসরও ছিলেন। *হিসনুল মুসলিম* তাঁর একটি অমরগ্রন্থ।

এখানে অনুবাদকের প্রশংসা না করলেই নয়। তারবিয়াতুল আওলাদ বিষয়ক এতো চমৎকার ও তথ্যবহুল একটি গ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের তিনি উপহার দিয়েছেন। এজন্য বাংলাভাষীদের পক্ষ থেকে তাকে জানাই জাযাকাল্লাহু আহসানাল জাযা।

অনুবাদক প্রিয় মাওলানা শরিফুল ইসলাম নাঈম একজন আপাদমস্তক লেখক ও গবেষক মানুষ। বাইতুল উলুম ঢালকানগর মাদরাসার ইবতিদায়ি থেকেই তিনি নিজ মেধার প্রমাণ রেখে আসছেন। তাইসিরে বাংলাদেশ বেফাকবোর্ডের পরীক্ষায়

১ম স্থান অর্জন করেছিলেন। এছাড়া সব শ্রেণিতেই অব্যাহত ছিল তার এই মেধাস্থান অর্জনের ধারা।

২০১৯ এ ফারেগ হওয়া এ তরুণ গবেষক আলেম কর্মজীবনে এসেও তাঁর কীর্তির প্রমাণ দেখিয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত ১০০ আলেম, পুরুষের পর্দা, রাসুলের সংসার জীবন, তারিক জামিল বয়ানসমগ্র, ইসলামি আকিদাসহ এ যাবৎ তাঁর অনেকগুলো বই পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে।

বর্তমানে তিনি মুন্সিগঞ্জের বিখ্যাত ইলমি প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওভোগ বড়ো মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন।

বক্ষ্যমাণ বইটির আমি উত্তরোত্তর সাফল্য ও প্রচার কামনা করছি।

মুফতি সাঈদ আহমাদ খান নদভি

মুহাদ্দিস ও মুশরিফ ইফতা বিভাগ
জামিয়া আজিজিয়া দারুল উলুম দেওভোগ,
মুন্সিগঞ্জ সদর

মুহতামিম
দারুল ইসলাহ খাতুনে জান্নাত বালিকা মাদ্রাসা,
উত্তর বালাশুর, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ

সূচিপত্র

ভূমিকা ১২

প্রথম অধ্যায় : ইসলামে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব ১৪

প্রথম আলোচনা : সন্তান ও পরিবারের তারবিয়ায় নবিদের আগ্রহ..... ১৪
১. নুহ আলাইহিস সালাম..... ১৪
২. ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ১৭
৩. ইসমাইল আলাইহিস সালাম ২৭
৪. ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ২৯
৫. জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ৩০
৬. শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৩

দ্বিতীয় আলোচনা : সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তির তামান্না সন্তান নেককার হওয়া..... ৩৫
১. ইমরানপত্নীর তামান্না ৩৫
২. লুকমান হাকিমের ইচ্ছা..... ৩৮
৩. রহমানের বান্দাদের আগ্রহ..... ৪২
৪. মুমিনের তামান্না : সন্তান নেককার হওয়া ৪৬

তৃতীয় আলোচনা : এমন কিছু মূলনীতি যেগুলো জানা থাকা তারবিয়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জরুরি..... ৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায় সন্তান পালনে পুণ্যবতী সঙ্গী বাছাইয়ের গুরুত্ব..... ৫৫

তৃতীয় অধ্যায় : আকিকা দেওয়া এবং সুন্দর নাম নির্বাচন করা পিতার ওপর সন্তানের হক.....৭২

প্রথম আলোচনা : আকিকার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ..... ৭২
দ্বিতীয় আলোচনা : ছেলে এবং মেয়ে বাচ্চার পক্ষ থেকে আকিকার বিধান ৭৩
তৃতীয় আলোচনা : আকিকার সময় ৭৭

চতুর্থ আলোচনা : আকিকার ক্ষেত্রে কয়টি পশু জবাই করতে হবে.....৭৮
পঞ্চম আলোচনা : আকিকার পশুর বয়স কুরবানী এবং হাদি-এর পশুর মতো হলেই যথেষ্ট ৮০
ষষ্ঠ আলোচনা : জন্মের সপ্তম দিনেই নবজাতকের নাম রাখা.....৮২
সপ্তম আলোচনা : সন্তানের উত্তম নাম রাখা। এমন একটি নাম বেছে নেওয়া যাতে শরয়ি কোনো বিধিনিষেধ নেই। ৮৩
প্রথম প্রকার : আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম দুটি : আবদুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান ৮৩
দ্বিতীয় প্রকার : এমন কিছু নাম আছে যেগুলো নবিজি রেখেছেন ৮৩
তৃতীয় প্রকার : এমন কিছু নাম যেগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন.....৮৪
চতুর্থ প্রকার : যে নামগুলো রাখতে নিষেধ করেছেন..... ৮৮
পঞ্চম প্রকার : যে নাম রাখা একদম হারাম.....৯০
অষ্টম আলোচনা : ছেলে সন্তানের মাথা মুণ্ডানো..... ৯১
নবম আলোচনা : মাথা মুণ্ডানোর পর চুলের সমপরিমাণ রুপা সদকা করা ৯৩
দশম আলোচনা : মাথা মুণ্ডানোর পর সম্ভব হলে মাথায় জাফরান মাখিয়ে দেওয়া..... ৯৪
একাদশ আলোচনা : ছেলে-মেয়ে উভয় নবজাতককে তাহনিক করানো ৯৫
দ্বাদশ আলোচনা : নবজাতকের কানে আজান দেওয়া.....৯৬
ত্রয়োদশ আলোচনা : চার মাসের বেশি সময় গর্ভধারণের পর অপূর্ণাঙ্গভাবে প্রসবিত বাচ্চার আকিকা দেওয়া এবং নাম রাখা..... ৯৭

চতুর্থ অধ্যায় : পরিবারের জন্য হালাল সম্পদ ব্যয়ের গুরুত্ব..... ৯৯

পঞ্চম অধ্যায় : সন্তানদের সঙ্গে খেলা করা.....১০২

ষষ্ঠ অধ্যায় : সন্তানের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন থাকা ১০৬

সপ্তম অধ্যায় শিশুর দুগ্ধপান ১১১

অষ্টম অধ্যায় : হাদানাহ তথা প্রতিপালন ১২০

প্রথম আলোচনা : হাদানাহ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ১২০

দ্বিতীয় আলোচনা : প্রতিপালনের ব্যাপারে ইসলামি শরিয়ার বিশেষ দৃষ্টি ও অবদান..... ১২০
তৃতীয় আলোচনা : লালনপালনের গুরুত্ব ১২১
চতুর্থ আলোচনা : অভিভাবকত্বের প্রকারভেদ..... ১২১
পঞ্চম আলোচনা : অভিভাবকত্বের আরও একটি প্রকারভেদ..... ১২৩
ষষ্ঠ আলোচনা : লালনপালনের দায়িত্বপ্রাপ্তির শর্তসমূহ..... ১২৩
সপ্তম আলোচনা : প্রতিপালন-সংক্রান্ত দলিলসমূহ..... ১২৪

নবম অধ্যায় সন্তানদের জন্য ব্যয় করা ১২৮

প্রথম আলোচনা : ইসলামি শরিয়তে সন্তানদের জন্য খরচের গুরুত্ব .. ১২৮
দ্বিতীয় আলোচনা : সন্তানদের জন্য ব্যয় ওয়াজিব হওয়ার দলিলসমূহ .১২৯

দশম অধ্যায় সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া..... ১৩২

১. বাবা এবং অভিভাবকের কিছু দায়িত্ব..... ১৩৭
ক. সন্তানকে ইমানি শিক্ষা দেওয়া ১৩৭
খ. সন্তানকে চারিত্রিক দীক্ষা দেওয়া..... ১৩৮
গ. সন্তানদের শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া..... ১৩৮
ঘ. সন্তানদের বুদ্ধিবৃত্তিক দীক্ষা দেওয়া ১৩৮
ঙ. আত্মিক শিক্ষা দেওয়া..... ১৩৮
চ. সামাজিক শিক্ষা দেওয়া ১৩৯
ছ. সন্তানদের বিকৃত যৌনতা থেকে সতর্ক করবে, প্রয়োজনে বিয়ে করিয়ে দেবে।..... ১৩৯

২. প্রভাবক কয়েকটি তারবিয়াত-মাধ্যম, যেগুলো ব্যবহার করা বাবা এবং মুরুব্বির উচিত। সেগুলো নিম্নরূপ : ১৩৯
ক. আদর্শের মাধ্যমে তারবিয়া দেওয়া ১৩৯
খ. ইবাদতের মাধ্যমে তারবিয়া দান..... ১৩৯
গ. ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে তারবিয়া প্রদান..... ১৩৯
ঘ. চোখে চোখে রাখার দ্বারা তারবিয়া দান ১৩৯
চ. শাসনের মাধ্যমে তারবিয়া দান..... ১৪০

৩. তারবিয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি মূলনীতি, যেগুলো পিতা এবং মুরুব্বি অনুসরণ করবে..... ১৪০

ক. আকিদাগত সম্পর্ক স্থাপন..... ১৪০
খ. আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন ১৪০
গ. সতর্ককরণ-নীতি..... ১৪১

তারবিয়ার ক্ষেত্রে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো পিতা-মাতার আমলে নেওয়া উচিত। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হচ্ছে এই :..... ১৪১

একাদশ অধ্যায় উপার্জনের স্বার্থে সন্তানদের সম্মানজনক কোনো পেশায় দক্ষ করে তোলা ১৪২

দ্বাদশ অধ্যায় সন্তানের বিবেক-বুদ্ধির পরিচর্যা..... ১৪৭

ত্রয়োদশ অধ্যায় সন্তানদের উন্নত চরিত্রে অভ্যস্ত করে তোলা..... ১৪৯

চতুর্দশ অধ্যায় সন্তানদের নববি আদর্শে উজ্জীবিত করা ১৫৪

পঞ্চদশ অধ্যায় একাধিক সন্তানের মাঝে ইনসাফ বজায় রাখা। ১৫৯

ষোড়শ অধ্যায়..... ১৬২

সন্তানদের প্রতি কোমল ও সহনশীল হওয়া..... **১৬২**

সপ্তদশ অধ্যায় সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া ১৬৫

অষ্টাদশ অধ্যায় সন্তানের সাথে হাসি-ঠাট্টা ও আনন্দ উল্লাস করা ১৬৭

প্রথম উদাহরণ : মাহমুদ ইবনে রবি রা.-এর সাথে রাসুলের খুনসুটি .. ১৬৭
দ্বিতীয় উদাহরণ : সব বাচ্চাদের প্রতি রাসুলের স্নেহ ও খুনসুটি..... ১৬৭
তৃতীয় উদাহরণ : হাসান-হুসাইনের সাথে রাসুলের স্নেহপূর্ণ আচরণের একাধিক বর্ণনা ১৬৮
চতুর্থ উদাহরণ : সেজদাবস্থায় রাসুলের পিঠে বাচ্চাদের চড়ে যাওয়া ... ১৬৯
পঞ্চম উদাহরণ: উসামা ইবনে যায়েদ রা.-এর প্রতি রাসুলের ভালোবাসা ১৬৯
ষষ্ঠ উদাহরণ : যায়নাব রা. মেয়েকে নামাজরত অবস্থায় কাঁধে নেওয়া. ১৬৯
সপ্তম উদাহরণ : উম্মে খালিদ রা.-এর (শিশুকালে তার) সাথে হাবশি ভাষায় মজা করা..... ১৭০

অষ্টম উদাহরণ : শিশুর কান্নার কারণে রাসুল কর্তৃক নামাজ সংক্ষিপ্ত করা ১৭০
নবম..... ১৭০
আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি শিশুদের পাশ ১৭০
দশম উদাহরণ : আবু উমাইরের সাথে রাসুলের খুনসুটি করা ১৭১
একাদশ উদাহরণ : ডান দিকে থাকায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড়োদের আগেই বালককে পানীয় দেওয়া ১৭১
দ্বাদশ উদাহরণ : রাসুলের কোলে বাচ্চাদের পেশাব করে দেওয়া..... ১৭২

ঊনবিংশ অধ্যায় প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর সন্তানদের সঙ্গ দেওয়া..... ১৭৩

বিংশ অধ্যায় বাচ্চাদের সৎসঙ্গ ও নেককার সাথী নির্বাচন শেখানো..... ১৭৮

একবিংশ অধ্যায় সন্তানকে উত্তম তারবিয়া দেওয়ার উপকারিতা ও ফলাফল..... ১৮১

প্রথম উপকারিতা : পিতা-মাতার বাধ্যগত হওয়া ১৮১
দ্বিতীয় উপকারিতা : সত্যিকারের পৌরুষ ও নারীত্বসহ সন্তানাদি গড়ে উঠা ১৮৪
তৃতীয় উপকারিতা : সন্তানাদি প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী হওয়া ... ১৮৫
চতুর্থ উপকারিতা : রক্ষণশীল একটি মুসলিম পরিবার তৈরি হওয়া ১৮৭
পঞ্চম উপকারিতা : সন্তানদের মাঝেও ভালোবাসার বিস্তার ঘটা ১৮৯

দ্বাবিংশ অধ্যায় মন্দ তারবিয়ার ক্ষতিসমূহ..... ১৯১

প্রথম ক্ষতি : পিতা-মাতার অবাধ্যতা..... ১৯১
দ্বিতীয় ক্ষতি : ত্রুটিপূর্ণ পৌরুষ ও ত্রুটিযুক্ত নারীত্ব ১৯৩
তৃতীয় ক্ষতি : সন্তান নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হওয়া ১৯৫
চতুর্থ ক্ষতি : শরিয়া-বিরোধী মুক্তমনা এক পরিবার গড়ে ওঠা ১৯৬
পঞ্চম ক্ষতি : সন্তানদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া ১৯৮

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় : যুবকদের তারবিয়া করার নববি আদর্শ ২০১

প্রথম আলোচনা : যৌবনকালের ব্যাখ্যা ২০১
দ্বিতীয় আলোচনা : যৌবনকালের গুরুত্ব ২০৬

তৃতীয় আলোচনা : যুবকদের সাথে নবিজির আচার-ব্যবহার..... ২১৩
চতুর্থ আলোচনা : যুবকদের তারবিয়া করার ক্ষেত্রে নবিজির অবস্থান..২১৪
পঞ্চম আলোচনা : যুবকদের উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ করা ২২০
ষষ্ঠ আলোচনা : শিষ্টাচার শিক্ষাদানে পিতাদের প্রতি নববি নির্দেশনা...২২৪
সপ্তম আলোচনা : যুবকদের প্রতি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্টাচার-সংক্রান্ত উপদেশ..... ২২৬
অষ্টম আলোচনা : শিষ্টাচারের শিখানোর উদ্দেশ্যে যুবকদের ভুল শুধরে দেওয়া..... ২৩৪

চতুর্বিংশ অধ্যায় : প্রয়োজনের সময় জোর খাটিয়ে তারবিয়া এবং আদব শিক্ষা দেওয়া.....২৪০

প্রথম আলোচনা : তারবিয়ায় জোর খাটানো : শরিয়ার স্পষ্ট কিংবা ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষ্যসমূহ.....২৪১
দ্বিতীয় আলোচনা : পাপীদের ঠিক করতে শক্তি প্রয়োগের কারণসমূহ ২৫৬
তৃতীয় আলোচনা : তারবিয়ার ক্ষেত্রে শক্ত কথা বলা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ করা ২৫৮
চতুর্থ আলোচনা : প্রজ্ঞাপূর্ণ ধমকি এবং শাস্তির ভয় দেখানো.....২৬০
পঞ্চম : তারবিয়ার ক্ষেত্রে শরিয়াসম্মত শাস্তি প্রয়োগের হিকমা..... ২৬১
প্রথম : তারবিয়ার জন্য সম্পর্ক ত্যাগের মাধ্যমে শাস্তি..... ২৬২
দ্বিতীয় প্রকার : তাযির, অর্থাৎ শরিয়াসম্মত অনির্ধারিত শাস্তি ২৬৩
তৃতীয় : কিসাস-সমপরিমাণ বদলা নেওয়া ২৬৪
চতুর্থ : ব্যভিচার ও সমকামিতার হদ-শরিয়া নির্ধারিত শাস্তি ২৬৫
পঞ্চম প্রকার : জিনার অপবাদের হদ-শরিয়া নির্ধারিত শাস্তি..... ২৬৬
ষষ্ঠ প্রকার : মদপানের হদ..... ২৬৭
সপ্তম : চুরির হদ ২৬৮
অষ্টম : ডাকাতদের হদ.....২৬৮
নবম : মুরতাদের শাস্তি ২৭০
দশম প্রকার : বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করা.....২৭১